গত ১৬ বছরে উচ্চশিক্ষা ‘জেনোসাইডের’ মতো ‘এডুসাইডের’ শিকার হয়েছে : তানজীমউদ্দিন

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারী ২০২৫

আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের শাসনামলে উচ্চশিক্ষা ‘জেনোসাইডের’ মতো ‘এডুসাইডের’ শিকার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান।

তিনি ১৬ বছরে প্রতিষ্ঠিত ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের কথা তুলে ধরে বলেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তিনি কষ্ট পান। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের দলীয় সমর্থক বানানোর ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কাজে লাগানো হয়েছে।

‘স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথ: বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সন্ধানে’ শিরোনামে সোমবার (২০ জানুয়ারি) ঢাবির মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে দিনব্যাপী তিনি এ কথা বলেন। সেমিনারটির আয়োজন করে সমাজ বিশ্লেষণমূলক জার্নাল ‘সর্বজনকথা’।

তানজীমউদ্দিন খান নাম উল্লেখ না করেই কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নেই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছয়শ’র কাছাকাছি, কর্মকর্তা-কর্মচারী তিন শতাধিক, শিক্ষক ১০৪ জন, ২৪টা বিভাগ। শিক্ষকদের বসারও পর্যাপ্ত জায়গা নেই। আরও কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাড়া ঘরে ক্লাস নেয়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটিতেই কোনো গ্রন্থাগার নেই। ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হয়। তার মধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো নির্মাণকাজের প্রকল্প প্রস্তাবগুলো ‘খুবই কৌতুহলোদ্দীপক’ মন্তব্য করে ইউজিসি সদস্য তানজীমউদ্দিন খান

বলেন, ‘দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন আছে; কিন্তু গ্রন্থাগার নেই। অর্থাৎ গ্রন্থাগার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ বা বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে সবাই এগিয়ে।’

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের বাজেট প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় একটি প্রমোদতরীর জন্য ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা বাজেট রাখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার চেয়ে অন্য উদ্দেশ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। শিক্ষা ও গবেষণার যে নূন্যতম উপস্থিতি থাকা উচিত, সেটি নেই।’

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪-১৫ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও এখনও ভাড়া ভবনে ক্লাস করছে জানিয়ে তিনি বলেন, এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলো ২০১৭-১৮ সালে চালু হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো নির্মাণকাজ শুরু হয়নি।

বর্তমানে দেশে মোট ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে জানিয়ে ঢাবি অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান বলেন, আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন হয়েছে; কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সংগত কারণেই এই উপাচার্যরা আগের মতোই ভাড়াবাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে চাইছেন। এটা খুব শিক্ষাসম্মত নয়।

গত চার বছরের একটি হিসাবের কথা উল্লেখ করে তানজীমউদ্দিন খান বলেন, ‘প্রায় এক হাজার ১০০ কোটি টাকা এখন পর্যন্ত রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছে। ভাড়া বাবদ ১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার দুটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় ৯ কোটি টাকা ভাড়া বাবদ নিয়ে নিয়েছে। বাকি আট কোটি টাকা অন্যরা ভাগাভাগি করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক গড় রাজস্ব বাজেট ২০০ কোটি টাকার ওপরে। প্রায় এক হাজার ১০০ কোটি পর্যন্ত হয়েছে। আগামী তিন মাসে এটা গড়ে ৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে মনে হচ্ছে। প্রতিবছর ৩০০ কোটি টাকার এই বোঝা টানার মধ্য দিয়ে

শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে না। কিছু শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন। সেই নিয়োগ নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে।’